

বিভক্তির সাতকাহন - ১৭

ভজন সরকার

থাইল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কূপোকাত করে দেয়া হলো গণতান্ত্রিক সরকারকে । রক্তপাতহীন - প্রতিবাদহীন এ অভ্যুত্থান । নায়ক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল সোন্ধি বুনীয়ারাতগ্নিন । প্রায় ছয় কোটি জন-অধ্যুষিত ৯৫ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী দেশের প্রথম মুসলিম সেনাপ্রধান । ধর্মীয় সংখ্যালঘুর এ দুঃসাহসিক অভিলাষের পেছনে কলকাঠি কে নেড়েছে কিংবা অভ্যুত্থানের কারণ ও প্রকৃতি কি - সে নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য এখানে নয় ।

আমরা যারা বাংলাদেশে বেড়ে উঠেছি স্বভাবতই বিষয়টিতে ধাক্কা খেয়েছি দু'টো কারণে । প্রথমত, মাত্র ৫ শতাংশ জনসংখ্যার ভেতর থেকে একজন জেনারেল -তাও আবার সেনাবাহিনী প্রধান - অধিকন্তু অভ্যুত্থানের নায়ক । শাবাশ জেনারেল ! হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জন্মিতে যদি বজ্জে, বুঝতে তবে কত মন ধানে ফলে কত মন চাল , বাছা । অভ্যুত্থানের মত দুঃসাহস ছেঁটে ফেলে কত আগেই অক্লা পেতে হতো কিংবা ওই পর্যন্তই - কাঁধে নিয়ে ঝোলানো রাইফেল লেফট রাইট লেফট--- ।

আর দ্বিতীয় হোঁচট-টা খেলাম , মুসলমানের নাম সোন্ধি বুনীয়ারাতগ্নিন - ভাবা যায় ? আমাদের পরিবার- সমাজ কিংবা রাষ্ট্র শিখিয়েছে আরবি আল্লার ভাষা- কারণ কোরান নাজিল হয়েছে আরবীতে । বুঝো না বুঝো , নামের অর্থ থাক না থাক মুসলমানের নাম হবে আরবীতেই । একটি জাতিগোষ্ঠিতে নতুন কোন ধর্মের কিংবা মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বিশেষত নাম ও পদবিতে কি ভাবে এতটা বিবর্তন ঘটে , তাও মাত্র প্রায় হাজার খানেক বছরেরও অল্প সময়ের ব্যবধানে, এক মাত্র বাঙ্গালী মুসলমান ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উদাহরন আছে কী ? দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া থেকে শুরু করে এমনকি মধ্য-প্রাচ্য পর্যন্ত নামের এরকম অপয়োজনীয় ইসলামীকরণ (অবচেতনে আরবীকরণ) কোথায় হয়েছে, আমার জানা নেই । তাই, লেবানন থেকে ইরান, ইন্দোনেশিয়া থেকে থাইল্যান্ড, এমনকি ভারতের অবাঙ্গালী রাজ্যগুলোতেও নামের ক্ষেত্রে এ হেন আমূল বিবর্তন চোখে পড়ে না । একজন থাই মুসলমান তার ভূখন্ড, জাতীয়তা আর ভাষার স্বকীয়তা বজায় রেখেও মুসলমান । এমনকি অনেক মুসলমানের থেকেও সংগ্রামী মুসলমান অধিকার আর স্বকীয়তা আদায়ের ক্ষেত্রে । এখানে ন্যায্য-অন্যায কিংবা যৌক্তিকতার প্রশ্ন বাহুল্য ।

অথচ বাঙ্গালী মুসলমান শুধুমাত্র তার স্বাতন্ত্র্য বোধকে - তার স্বত্বাকে প্রতিবেশী হিন্দুর চেয়ে আলাদা করার প্রয়াসে যেভাবে বাঙ্গালীত্বকে বিসর্জন দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে , তা নামের ক্ষেত্রেই হোক আর ভাষা -আচার - পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেই হোক , অন্য কোন জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা ঘটেছে কিনা সন্দেহ । বিপরীতে, বাঙ্গালী হিন্দুরা যে সুবিধেটা পেয়েছে তা হলো বাংলাভাষার উৎপত্তি গত সুবিধে । তাই নামের হিন্দুকরণ ঘটালেও তা থেকে যায় বাংলা কিংবা তার প্রাকৃত সংস্করণ সংস্কৃত হিসেবেই । আরবীতে যদি হিন্দুধর্ম গ্রন্থলেখা হতো , তাহলে ধর্মের অনুপ্রেরনায় হিন্দুরাও যে নামের ধর্মীয়করণে আরবী রূপান্তর ঘটাতো না এটা হলফ করে কে বলতে পারে?

জন্ম থেকেই সংখ্যালঘু (আড়ালে - আবডালে “ মালাউন ”) হিসেবে বেড়ে উঠাতে টেকির মত স্বর্গে গেলেও যে কোন সংখ্যালঘুর উখানে শিহরিত হই । একটু হলেও ভাল লাগার আমেজ ছড়িয়ে যায় দেহ মনে । তাই তো , কোথাকার কোন কালো মেয়ে কডোলিসা রাইস আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী হলে খুশি হই । খুশি হই , কল্পনা চাউলার মহাকাশ অভিযানে । ছোট বেলায় মোহাম্মদ আলীর একেকটা ঘুসি যখন প্রতিপক্ষকে আঘাত করতো , আমুদে লাফিয়ে উঠতাম । জাত -পাত , হিন্দু-মুসলমান- বৌদ্ধ -খ্রীষ্টান এ সব ছাই ভস্ম কী মাথায় ঢুকতো তখন ? বুঝতাম ,মোহাম্মদ আলী কালো- তাই আমাদের মতো । আর প্রতিপক্ষ সাদা- তাই প্রতিপক্ষের মতো । আজ ভাবি , কি সহজ- সরলতা নিয়ে জন্ম নেয় মানুষ । তারপর যত বেড়ে ওঠে , তত জড়িয়ে যায় সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রনামক শেকড়ে -বাঁকড়ে ,লতায়-পাতায়, কিংবা আগাছা-কুগাছায় । ক্রমে ক্রমে মূল গাছের মত আসল মানুষটাই ঢাকা পড়ে যায় জঞ্জালের আবরণে একদিন ।

(চলবে)

॥ সেপ্টেম্বর, ২০০৬, কানাডা ॥ sarkerbk@gmail.com